পামেক ছাত্রদলের ২২ পদের অর্ধেকই ছাত্রলীগ নেতা!

পাবনা প্রতিনিধি

২৪ মার্চ, ২০২৫
১৫:২৯

শেয়ার

অ +

অ -

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পাবনা মেডিক্যাল কলেজ শাখা ছাত্রদলের ২২ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২২ সদস্যের এই কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১১ পদেই নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ১১ জন নেতাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

রবিবার (২৩ মার্চ) দুপুরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাসির এই কমিটির অনুমোদন দেন। একই সঙ্গে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কমিটি পূর্ণাঙ্গ করে কেন্দ্রে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আরো পড়ুন

জ্ঞান ফিরেছে তামিমের

পাবনা মেডিক্যাল কলেজের নবগঠিত ছাত্রদলের কমিটি এবং নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের বঙ্গবন্ধু হল শাখার পূর্বের কমিটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শাখা ছাত্রদলের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল হাসান শুভ নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কলেজের হল শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, সিনিয়র সহসভাপতি আমিমুল আহসান তনিম ছিলেন তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক, সহসভাপতি রাহুল রায় ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ আল ফায়াদ ছিলেন ছাত্রলীগের গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, সহসাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াসির আরাফাত ছিলেন ছাত্রলীগের আপ্যায়নবিষয়ক সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম ছিলেন ছাত্রলীগেরও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, আরেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান ছিলেন ছাত্রলীগের সমাজসেবা সম্পাদক, আরেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাসরীফ আলম ছিলেন হল ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক। এ ছাড়া নবনির্বাচিত

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বাধীন মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাবিল, প্রচার সম্পাদক সামিন রাফিদ আরোহ ছিলেন ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী।

এ বিষয়ে নবগঠিত ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল হাসান শুভ বলেন, ‘আমি কখনো ছাত্রলীগ করতাম। কিন্তু ওই সময়ে ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক কলেজে যারা অ্যাকটিভ ছিল তাদেরকেই কমিটিতে সরাসরি অ্যাড করে দিয়েছিল।

আমার অনুমতি না নিয়েই তারা আমাকে ছাত্রলীগের হল কমিটিতে রেখেছিল।’

আরো পড়ুন

জরুরি অবস্থা জারি নিয়ে যা বললেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব

তবে নবনির্বাচিত সভাপতি সাগর মাহমুদ বলেন, ‘ওদের অজান্তেই ওরা হল কমিটিতে নাম ছিল কিন্তু জুলাই আন্দোলনে পদত্যাগসহ ভূমিকা ছিল। আন্দোলনের পরপরই তারা ওই কমিটিতে কিভাবে নাম আসলো তা ক্লিয়ার করেছে। তারা পদত্যাগ অনেক আগেই করেছে বা সেগুলো নিয়ে আমাদের কাছে ক্লিয়ার ভিডিও আছে।

এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।’

এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাসিরের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিবার যোগাযোগ করেও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।